Cosmo School

অষ্টম শ্রেণি
বাংলা ১ম পত্র
পড়ে পাওয়া

‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের দুই কিশোর সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি টিনের ক্যাশবাক্স কুড়িয়ে পায়। প্রথমে তাদের মনে হয় এর ভেতরের সব কিছু নিজেরা নিয়ে নেবে। কিন্তু পরক্ষণেই তারা ভাবনা পরিবর্তন করে। অধর্ম করা যাবে না- এই ভাবনা থেকে যার বাক্স তাকে ফেরত দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। গল্পে কিশোররা অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ না দেখিয়ে তা ফিরিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের নির্লোভ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের উচিত উন্নত মানবিকবোধ ও সততার আদর্শকে অনুসরণ করে চলা।

অপরের জিনিসের প্রতি মানুষের লোভ না করে কোনো জিনিস পেলে তা ফেরত দেওয়াটাই মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। মিথ্যে মালিক সেজে অনেকেই টিনের ক্যাশবাক্সের লোভে আসতে পারে। কিশোরেরা একটি টিনের ক্যাশবাক্স কুড়িয়ে পেয়ে তা মালিককে ফেরত দেওয়ার পরিকল্পনা করে পোস্টার লাগায়। টিনের সেই ক্যাশবাক্স পাওয়ার লোভে প্রথম দিনই ভুয়া একজন মিথ্যা মালিক সেজে হাজির হয়। তাকে কিছু প্রমাণ হাজির করতে বলা হয় এবং সে যথাযথ প্রমাণ দিতে অপারগ হয়। লোভী এ ভূয়া মালিকের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে বিধু উক্ত উক্তিটি করে।

প্রশ্ন: ‘দুইজনই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম’ - কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
প্রশ্ন: ‘ওর মতো কত লোক আসবে’—বিধুর কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লেখো।

চাঁপাতলীর আম সবচেয়ে বিখ্যাত। তাই ঝড় উঠলে সেখানে ভিড় হয়।কালবৈশাখী ঝড়ে বিভিন্ন গাছ থেকে আম ঝরে পড়ে। বাড়ুয্যেদের মাঠের বাগানে চাঁপাতলীর আম খুব মিষ্টি। এ জন্য ঝড়ের সময় সব ছেলে-মেয়ে দল বেঁধে আম কুড়াতে যায় চাঁপাতলীর আমতলায়। তাই সেখানে ভিড় হয়।

মিথ্যা বর্ণনা দিয়ে বাক্স না পেয়ে লোকটি ক্ষোভে বিধুকে শাসিয়ে গেলে নির্ভীক চিত্তের বিধু জবাবে একটি উক্তি করে। পড়ে পাওয়া বাক্সটি সঠিক মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিতে ছেলেরা হারানো বিজ্ঞপ্তি লিখে নদীর ধারে বিভিন্ন গাছে আটকে দেয়। তখন লোভে পড়ে একজন বিধুর কাছে আসার পর বিধু লোকটির কাছে বাক্সের বর্ণনা জানতে চাইলে লোকটির বর্ণনা মেলে না।

গল্পটির কিশোরদের মধ্যে বিধু ছিল সবচেয়ে তীক্ষ-বুদ্ধিসম্পন্ন। সে ছিল দলের অধিনায়ক। সময়োপযোগী কাজ এবং কথা বলাতে বিধু ছিল সিদ্ধহস্ত। কালবৈশাখীর আগাম সংকেত শুনে বিধু ঠিকই বুঝে নিয়েছিল ঝড় আসবে। আর তাই সে সবাইকে নদীতে গোসল বন্ধ রেখে চাঁপাতলীর বাগানে যেতে বলেছে। আবার হারানো বাক্সটি ফেরত দেওয়ার কৌশলস্বরূপ কাগজে বাক্সটির বর্ণনা দিয়ে নদীর ধারের গাছে তা লাগিয়ে দেওয়ার বুদ্ধিটিও সে-ই করেছিল। অতঃপর বাক্সের মালিককে খুঁজে পেয়ে, তাকে বাক্সটি ফেরত দেওয়ার সময় বিধু লোকটির কাছ থেকে সবকিছু বুঝে পাওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ একটি দস্তখত রাখার বুদ্ধিও বের করেছিল। বিধুর এসব বুদ্ধিদীপ্ত কার্যকলাপ, সঠিক সিদ্ধান্ত আর সুযোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলি থাকার কারণেই মূলত সবাই বলত, বিধু বড় হলে উকিল হবে।

টিনের বাক্সতে গ্রামের মানুষ সাধারণত টাকা-পয়সা ও মূল্যবান জিনিসপত্র রাখার কাজে ব্যবহার করে। তাই বাক্সটি পেয়ে প্রথমে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। কারণ বাক্সে থাকা মূল্যবান সম্পদ ও টাকা-পয়সার একচ্ছত্র অধিকারী হতে পারার আনন্দ তাদের কিশোর মনকে আন্দোলিত করে। অতঃপর তারা বাক্সটি ভাঙার মনস্থ করে। ঠিক এ মুহূর্তে তাদের মনের মধ্যে হঠাৎ পরিবর্তন আসে। তারা ভাবতে থাকে বাক্সটি ভাঙলে বাক্সের প্রকৃত মালিকের প্রতি অধর্ম করা হবে। কারণ যার বাক্স সে না জানি কত কষ্ট পাচ্ছে। হয়তো লোকটি গরিব। অতএব এমন অন্যায় কাজ করাটা মোটেই সমীচীন হবে না। এসব ভাবতে ভাবতে তাদের দুজনের মনেই একধরনের ধর্মবোধ জেগে উঠল। আর তখনই তারা বাক্সটিকে প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠল।

প্রশ্ন: বিধু বড় হলে উকিল হবে, সবার মনে এ ধারণা জন্মানোর কারণ কী?
প্রশ্ন: লোকটি অপ্রতিভভাবে চলে গেল কেন?